

চবি ভিসির অফিস ভাঙ্চুর ও ট্রেন অবরোধ ছাত্র লীগের

চবি সংবাদদাতা

প্রকাশ : ৩১ জানুয়ারি ২০২৩, ০৩:২৫



চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) উপাচার্যের কার্যালয়ে ভাঙ্চুর চালিয়েছে ছাত্রলীগের একটি অংশ। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবাহী শাটল ট্রেনও আটকে দেওয়া হয়েছে। ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের এই অংশটি 'একাকার গ্রুপ' হিসেবে পরিচিত। গতকাল বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় তারা বেশ কিছু কাপ-পিরিচ ও কার্যালয়ের বাইরের ফুলের টব ভাঙ্চুর করেন। ছাত্রলীগের একজন নেতাকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ না দেওয়ায় ও বিএনপি-জামায়াত সংশ্লিষ্টদের নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগে এ ভাঙ্চুর চালানো হয় বলে জানা গেছে।

 দৈনিক ইত্তেফাকের সর্বশেষ খবর পেতে [Google News](#) অনুসরণ করুন

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, এদিন উপাচার্যের সভাকক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক নিয়োগ বোর্ডের সুপারিশ অনুমোদন দেওয়া হয়। এর মধ্যে মেরিন সায়েন্স বিভাগের শিক্ষক প্রার্থী ছিলেন ছাত্রলীগের সদ্য সাবেক কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রাইয়ান আহমেদ। তিনি ওশানোগ্রাফি বিভাগের ২০১৩-১৪ সেশনের শিক্ষার্থী ছিলেন। কিন্তু তাকে নিয়োগ না দিয়ে অন্য একজনকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে সিন্ডিকেট।



চবি ভিসির অফিস ভাঙ্চুর

উপাচার্যের কার্যালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সিন্ডিকেট সভা চলাকালীন সময়েই শাখা ছাত্রলীগের একাকার গ্রুপের নেতাকর্মীরা উপাচার্যের কার্যালয়ে উপস্থিত হন। পরে ছাত্রলীগ নেতার নিয়োগ না হওয়ার খবর জানতে পারলে উপাচার্যের কক্ষের বাইরে ভাঙ্চুর চালায় তারা। এ সময় একটি চেয়ার, বেশ কিছু দামি কাপ-পিরিচ ও ফুলের টব ভাঙ্গা হয়।

পরে বিকাল সাড়ে ৫টায় বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন থেকে শহরমুখী ট্রেন আটকে দেয় সংগঠনটির নেতাকর্মীরা।

শাখা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি ও একাকার গ্রুপের নেতা মইনুল ইসলাম রাসেল বলেন, সিল্ডিকেট সভায় জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি ও সরকারবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িতদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বাকিদের চাইতে বেশি যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ছাত্রলীগের একনিষ্ঠ কর্মী ও কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের গত কমিটির সদস্য রাইয়ান আহমেদকে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। তিনি আরো বলেন, আমাদের প্রথম দাবি রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড ও জামায়াত-শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে জড়িতদের শিক্ষক থেকে বাদ দিতে হবে। আর দ্বিতীয় দাবি হলো, ছাত্রলীগের একনিষ্ঠ কর্মী রাইয়ান আহমেদকে মেরিন সায়েন্স বিভাগের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে।

কার্যালয় ভাঙ্গচুরের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. রবিউল হাসান ত্ত্বইয়া বলেন, যারা এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে তদন্তসাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শাটল ট্রেন অবরোধের বিষয়ে তিনি বলেন, আমরা বিষয়টি জেনেছি। অবরোধকারীদের সঙ্গে আমরা কথা বলার চেষ্টা করছি।

ইত্তেফাক/ইআ